সংবাদ

28 MAR 2016
কলাম

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীকে পেটাল ৩ কর্মচারী প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর ও প্রতিনিধি, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মাহফুজ আহাম্মেদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ কর্মচারী বেদম মারধর করে আহত করার ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দায়ী কর্মচারীদের চাকরিচ্যুতসহ শাস্তির দাবিতে সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছে। ঘেরাও করেছে উপাচার্যের বাসভবন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা শত শত শিক্ষার্থী উপাচার্যের বাস ভবনের সামনে অবস্থান করছে।

পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষার্থীরা জানায় রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাস্টার রোলে কর্মরত কর্মচারী গুলশান আহাম্মেদ সাওনের নেতৃত্বে ৩ কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মাহফুজ আহাম্মেদকে আমানবিকভাবে মারধর করে গুরুতর আহত করে। ঘটনাটি ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রংপুর কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এ সময় সড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা লাঠি নিয়ে ক্যাম্পাস অভ্যন্তরে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে অবস্থান নিয়ে দায়ি সাওনসহ ৩ কর্মচারীকে গ্রেফতার করার দাবিতে সেখানে অবস্থান নেয়। এ সময় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ওই বিভাগের শিক্ষক তাসনিম হুমায়দা ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তারাও বিচারের দাবিতে সেখানে অবস্থান

সড়ক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

সড়ক : অবরোধ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

নেয়। বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহিন রহমান সেখানে আসলে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ সময় শিক্ষকদের সঙ্গে প্রক্টরের তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। প্রক্টর বার বার সময়ক্ষেপণ করায় শিক্ষার্থীরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরে বিকেল সোয়া ৫টার দিকে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমানের নেতৃত্বে অন্য ২ শিক্ষক ক্যাম্পাসে অবস্থিত উপাচার্যের বাসভবনে যায়। সেখানে তার বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করতে থাকে। এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবীর সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে শিক্ষক ও প্রক্টর তার বাসভবনে যান। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তারা উপাচার্যের বাসভবনের অবস্থান করেন।